সভ্যতা ও অগ্রসর চিন্তা বিকাশে গ্রন্থাগার

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। তাই, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইতিহাসের দ্বার উন্মোচনের অন্যতম নিয়ামক হলো গ্রন্থাগার। প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার সন্ধিক্ষণে জ্ঞানের বিকাশ এবং পরবর্তীতে এর সংরক্ষণ সভ্যতা ও ইতিহাস সন্ধান করতে গ্রন্থাগারকে এক অদ্বিতীয় মাধ্যম বলা হয়ে থাকে। পুস্তকের শ্রেণীবদ্ধ হলো জ্ঞান ও তথ্যের ভা-ার যা মানুষের প্রয়োজনে মানুষকে তার অতীত ও বর্তমানকে জানতে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অগ্রসর চিন্তা করতে পূর্ণরূপে সহায়তা করে।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি তথা বিশ্বায়নের এই যুগে গ্রন্থাগার শুধু পাঠকের চাহিদা ও রুচির সাথে মিল রেখে গ্রন্থ সংগ্রহ করার চেয়েও যুগোপযোগী সর্বশেষ তথ্যসংগ্রহ যা পাঠক, লেখক, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজসেবক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী এবং জ্ঞান পিপাসুদেরকে মুহূর্তে তাদের কাক্সিক্ষত প্রত্যাশিত চাহিদাপূরণ করেছে। তাই এই যুগে গ্রন্থাগারকে তথ্যের সংরক্ষণ ও বিতরণ ভা-ার বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আমেরিকার 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, বৃটেনের-বৃটিশ লাইব্রেরী' 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব ওয়েলস', রাশিয়ার-'লেনিন স্টেট লাইব্রেরী', ভারতের-'ভারতীয় লাইব্রেরী', ফ্রান্সের 'বিবলিউথেক ন্যাশনাল' উল্লেখযোগ্য। ভাবতে অবাক লাগে-নরওয়ের মত একটি ক্ষুদ্র দেশ, যার আয়তন বাংলাদেশের যেকোন একটি জেলার সমান হবে, যাতে প্রায় ১১ হাজার গ্রন্থাগার ও ৫ হাজার ২ শত স্কুল গ্রন্থাগার সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত গ্রন্থাগারগুলোর সংগ্রহ সংখ্য প্রায় ৪০ লক্ষের মত। তাই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রচার প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা, পাঠকের চাহিদা ও রুচি এবং মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ক্রয় করা প্রয়োজন। উল্লেখিত দেশসমূহের গ্রন্থাগারের আকার, আকৃতি ও কর্মকা-ের ব্যপ্তি হতে প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে, সভ্যতা-শিক্ষার উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে গ্রন্থাগার, জ্ঞানের ভা-ারে গ্রন্থাগার থাকে সমৃদ্ধ। তাদের গ্রন্থাগারগুলো মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মত অপ্রত্যাশিত চাহিদাকে আপনার সম্মুখে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিবেশন করতে সক্ষম। উন্নত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজের অতি তুচ্ছ বিষয় হতে যে কোন বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সে দেশের একজন অভিভাবক তাঁর সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁর সন্তানকে গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত করেন। গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ ও তথ্যের উপর নির্ভর করে সন্তানকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

অতীতের অজানাকে জানতে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তার বিস্মৃতি ঘটাতে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

গ্রন্থরাজি এবং এর ভা-ারে রক্ষিত তথ্যসমূহ হচ্ছে একমাত্র সহায়ক। তাই গ্রন্থাগারের ভূমিকা সভ্যতার পথ প্রদর্শক ও আগামী দ্রষ্টার মত। অগ্রসর ব্যক্তি ও জ্ঞান পিপাসুদের একমাত্র ঠিকানা-গ্রন্থাগার। জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করার মোক্ষম স্থান। বহুভাষাবিদ জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পড়তে পড়তে এক সময় এত সময় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন কখন গ্রন্থাগার বন্ধ হয়েছিলÑতা পর্যন্ত তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। জ্ঞানার্জনের পবিত্র পীঠস্থান গ্রন্থাগার, শুধু অর্জন করার, চর্চা করার এক অনন্য আধার। এক সময় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের দৈন্য থাকলেও বর্তমানে এই দৈন্য ঘুচতে থাকে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবয়ব আজ শিক্ষার্জনের উপযোগী। মনোরম পরিবেশ ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। ছাত্রজীবনে শিক্ষার পাশাপাশি গ্রন্থাগার হতে বিভিন্ন সাহিত্যিকের লিখা বই অধ্যায়ন করেছÑ আজ তার অনেকাংশ পূরণ হতে দেখে অনির্বচনীয় অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করেছে। তবে চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী তা অপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আরো বেশী বাংলাদেশের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ হলে ছাত্র/ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা করার অধিক সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে, দেশেই ছাত্র/ছাত্রীদের অগ্রসর চিন্তা-চেতনার প্রতীক হয়ে সমাজের সর্বস্তরে সর্বোচ্চ উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, সমাজকর্মী।